সংবাদ

তারিখ 17 SEP 2017 পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

২০১৭ শিক্ষা দিবসের ভাবনা ও ২০ চ্যালেঞ্জ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

আজ ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস'। দেখতে দেখতে মোস্তফা, অজিউল্লাহ্ বাবুলের আত্মদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন যা ঐ বছর ১৭ সেপ্টেম্বর পরিণতি লাভ করে, আজ তা পঞ্চান্ন বছরে পদার্পণ করলো। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী আজকের দিনটি আমাদের শিক্ষা ভাবনায় কতটা প্রাসঙ্গিক? দেশের বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষা উন্নয়নে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে দিনটি যে প্রতিপাদ্যে পালন করছে তা হলো: 'মানবতার সপক্ষে, মানবাধিকার সুরক্ষায়, মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা'

শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি

বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের আশু বা প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ১৯৬২ সনে শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জনগণ শিক্ষা, অর্থনীতি, সামরিক-বেসামরিক চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রে চরম বিমাতাসুলভ, বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন, রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চায় নিষেধাজ্ঞা, নজরুলের কবিতার বিকৃতি যেমন, মহাশ্মশান' এর পরিবর্তে 'গোরস্থান', 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি' এর পরিবর্তে 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি সারাদিন যেন আমি নেক হয়ে চলি' ইত্যাদি শিক্ষাবিদ সংস্কৃতিসেবীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতিসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের গণজাগরণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হয় বাঙালি অর্থনীতিবিদদের দুই অঞ্চলের জন্য 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব'। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সনে প্রকাশিত হয় শরিফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট। ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রথমে আন্দোলন শুরু হয় ঢাকা কলেজ থেকে। তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ডিগ্রি ক্লাসের প্রতিবন্ধী ছাত্র এনআই চৌধুরী আন্দোলনের সূচনা করে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অতিরিক্ত ইংরেজিকে বোঝা মনে করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরাও এতে যুক্ত হয়। প্রথমে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের লাগাতার ধর্মঘট এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজি ক্লাস বর্জনের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। জুলাই ধরে এভাবেই আন্দোলন চলে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম', নামে রূপান্তরিত হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে। এতে নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম, ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি মতিয়া চৌধুরী, কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আরেফিন খান, তোলারাম কলেজের সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজ বাগমার, ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমেদ।

'তবে আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে ১০ আগস্ট (১৯৬২)। এদিন বিকেলে ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে স্নাতক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের এক সমাবেশে। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী ফারুক আহমেদ। সে তার বক্তৃতায় উপস্থিত ছাত্রদের এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, শিক্ষার আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন এক সূত্রে গাঁথা। এই সভার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলনের কোন যোগসূত্র ছিল না। কেন্দ্রীয় নেতারা মনে করতেন, শুধু মাত্র শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব।' (**'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস'** : ড. মোহাম্মদ হাননান)। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারীর সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণাবলে পূর্ব পাকিস্তানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সংসদগুলোকে বাতিল করে দেয়। বিক্ষুব্ধ ও সচেতন ছাত্রদের ঘাঁটি বলে পরিচিত অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। বিক্ষোভ সৃষ্টির 'উসকানিদাতা' বলে পরিচিত অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। ছাত্র সংগঠনগুলোর অফিস কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এ প্রেক্ষাপটে ছাত্র সংগঠনগুলো নতুন কৌশল অবলম্বন করে। সামরিক শাসনে প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনের নামে রাজনীতি বা আন্দোলন পরিচালনা কিংবা নির্বাচনে অংশ নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ায় ছাত্র আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

অর্জন ও সীমাবদ্ধতা

গত এক দশকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্জনের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠপুস্তক বিতরণ, ১৭ বছর পূর্বে প্রণীত কারিকুলাম সংস্কার, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন, শিক্ষা বর্ষের প্রথম দিনে ক্লাস শুরু, পরীক্ষার ফল প্রকাশে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, কারিগরি শিক্ষা সংস্কার, কোচিং বাণিজ্য বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ, অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অনুকূলে কর্মসূচি গ্রহণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ইত্যাদি। সে সঙ্গে ছাত্রী উপবৃত্তির পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি চালু, যুবশক্তিকে অধিক হারে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কোর্স চালু বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তবে সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহার, কোচিংবাণিজ্য বন্ধে প্রকৃত অগ্রগতি নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

২০ চ্যালেঞ্জ

শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জন মেনে নিয়েও বিরাজিত চ্যালেঞ্জগুলো হলো : ১. শিক্ষায় প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বরাদ্দ। ২. শিক্ষকতা পেশার প্রতি মেধাবীদের আকর্ষণহীনতা ও যাদের পক্ষে সম্ভব বিশেষ করে তরুণ মেধাবী শিক্ষকদের পেশা ত্যাগ। ৩. মেধার অপচয় ও পাচার। ৪. আশঙ্কাজনক হারে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস। ৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় নানা অসঙ্গতি ও ত্রুটি বিচ্যুতি। ৬. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ফলপ্রসূ তদারকির অনুপস্থিতি, সমন্বয়হীনতা ও দুর্নীতি। ৭. অনুল্লেখযোগ্য অথবা নামমাত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণ। ৮. পাঠদানে শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের অদক্ষতা। ৯. শিক্ষকদের একাংশের হাতে শিক্ষার্থীর শারীরিক শাস্তি, মানসিক নির্যাতন। ১০. শিক্ষকদের একাংশের নৈতিক অবক্ষয়। ১১. শিক্ষা আইন ২০১০ বাস্তবায়নে ধীরগতি। ১২. শিক্ষাক্রম/পাঠসূচির সঙ্গে কর্মসংস্থান/শ্রমবাজারের সংশ্রবহীনতা। ১৩. শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পরিসংখ্যানে অসঙ্গতি। ১৪. শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক প্রশাসনের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সংযোগহীনতা। ১৫. শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার সর্বত্র স্বজনপ্রীতি ও দলীয়/কোটারি স্বার্থ রক্ষার প্রবণতা। ১৬. মানব সম্পদ উন্নয়নে অবনতি। গ্লোবাল রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ কয়েক দাপ পিছিয়েছে। ১৩০টি দেশের মধ্যে বর্তমান অবস্থা ১১১। ১৭. প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা যায়নি। নকল প্রবণতা কমে গেলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস অব্যাহত রয়েছে। টিআইবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ৪০ ধাপে প্রশ্ন ফাঁস হয়। ১৯৭৯ সালে এ প্রবণতা শুরু হলেও ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ সব বছরকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৮. কর্মমুখী শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার কমে গেছে। ১৯. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে সৃজনশীল লেখাপড়া করানোর উদ্যোগ সত্ত্বেও শিক্ষকদের আগ্রহের অভাবে মুখ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম গতি পাচ্ছে না। ২০. বিশ্বখ্যাত পত্রিকা দি ইকোনমিস্টের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও উচ্চশিক্ষায় পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। এখানকার নীতিনির্ধারকেরা জানেন না, শ্রমবাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোন খাতে কত শিক্ষার্থী প্রয়োজন।

বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অব্যাহত বন্যায় প্রাণ ও ফসল হানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি এবং সর্বশেষ মায়ানমারে নির্বিচার নারী পুরুষ শিশু হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে লাখ লাখ আশ্রয়হীন মানুষের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে পালিত হচ্ছে এবারের শিক্ষা দিবস। শিক্ষা ও মানবতা যে অবিচ্ছিন্ন, শিক্ষা যে অন্ধকারে আলো ছড়ায়, মানবাধিকার চর্চা ও সুরক্ষায় পথ দেখায়, মনুষ্যত্বের বিকাশে দৃষ্টান্ত স্থাপনে অনুপ্রাণিত করে- শিক্ষা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচনে তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বলেন যে, ষোল কোটি মানুষকে খাওয়ানো গেলে অভুক্ত, নিরাশ্রয়, জীবনাশঙ্কায় নিপতিত রোহিঙ্গাদেরও তাতে যুক্ত করা যাবে- তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ সূর্যালোকের মতোই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মানবতার সপক্ষে এ অবস্থান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত ও বিকশিত হোক।*

[লেখক : '৬২ শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক]

principalqfahmed@yahoo.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
তারিখ
পরিসংখ্যান বিভাগ
এল.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর